Business
Intelligence unit

CTC to use bio-diesel to reduce pollution

Publication: Ananda Bazar Patrika, Edition: Kolkata, Reporter: Milan Dutta, Published Dt.: 02/18/2009, Page No.: 3

দূষণ কমাতে বাসে বায়ো ডিজেল ব্যবহার শুরু ট্রাম কোম্পানির

মিলন দত্ত

কোনও রকম হই চই ছাড়াই কলকাতার যানদূষণ নিয়ন্ত্রণে একটা বড় কাজ করে ফেলেছে ট্রাম কোম্পানি (সিটিসি)। সিটিসি-র তিনশো বাস এখন চলছে বায়ো ডিজেলে। এ দেশে বায়ো ডিজেল ব্যবহারের এত বড় উদ্যোগ কলকাতাতেই প্রথম।

গোটা বিশ্ব জুড়েও বায়ুদূষণ তথা গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে বায়ো ডিজেলের গুরুত্ব প্রতি দিনই বাড়ছে। গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে কলকাতা এ বার সেই আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সমিল হল। সেই কাজটাই প্রথম করে দেখাল সিটিসি। রাজ্যের সবচেয়ে বড় বায়ো ডিজেল উৎপাদক সংস্থা এমামি বায়োটেকের কাছ থেকে নিয়মিত নিয়মিত বায়ো ডিজেল কেনার জন্য সিটিসি একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করল মঙ্গলবার। গত প্রায় এক মাস ধরে সিটিসি-র বাস বায়ো ডিজেলে পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হয়েছে।

বায়ো ডিজেল ব্যবহার করে খরচ এবং দূষণ— দুটোই কমানো সম্ভব, নিশ্চিত হওয়ার পরেই সিটিসি কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাসে বায়ো ডিজেল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। সিটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় বললেন, "আমরা আপাতত ডিজেলের সঙ্গে ২০ শতাংশ বায়ো ডিজেল মিশিয়ে ব্যবহার করব। আমরা দেখেছি ২০ শতাংশ বায়ো ডিজেল ব্যবহার করে আমাদের গাড়িতে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত দূষণ কমানো সম্ভব হয়েছে।" প্রদীপবাবুই জানালেন, বিশ্বের অনেক দেশেই এখন নির্দিষ্ট মাত্রায় বায়ো ডিজেল না মিশিয়ে গাড়ি চালাতেই দেওয়া হয় না। তাঁর কথায়, "আমরা কোনও বড় দাবি করছি না। বায়ো ডিজেল ব্যবহার করে যদি দূষণ একটু কমাতে পারি তা হলে সেটাই দূষণ নিয়ন্ত্রণের সার্বিক উদ্যোগে আমাদের অনেক বড় ভূমিকা মনে করব। আমরা চাই এর মধ্যে দিয়ে ব্যয়ো ডিজেল ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বাড়ুক।"

এমামি বায়োটেক হলদিয়ায় প্রতিদিন ৩০০ টন বায়ো ডিজেল উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটা কারখানা গড়ে তুলেছে। ওই সংস্থার ডিরেক্টর আদিত্য অগ্রবাল জানালেন, বায়ো ডিজেল ব্যবহারে কেবল দূষণই কমে না, তার দামও সাধারণ ডিজেলের চেয়ে অনেক কম। তাঁর কথায়, "আমরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে বায়ো ডিজেল ব্যবহারের আবেদন করেছি। রাজ্যের বাস মালিক সংগঠনগুলোকেও বলেছি।" কলকাতা পুরসভা সমেত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ ডিজেল ব্যবহার করে তাতে যদি ২০ শতাংশ বায়ো ডিজেল মেশানোর সিদ্ধান্ত হয় তা হলে সরকারি তহবিলের কয়েক কোটি টাকা যে সাশ্রয় হবে তা হিসেব করে দেখিয়েছেন আদিত্যবাবু। সিটিসি একাই এখন মাসে দু'শো টন বায়ো ডিজেল ব্যবহার করবে। দূষণহীন ওই জ্বালানি ব্যবহার করলে কেবল খরচেরই সাশ্রয় নয়, ইঞ্জিনও ভাল থাকে বলে জানান প্রদীপবাবু।

কলকাতায় সিটিসি-র পাঁচটি ডিপোতে রয়েছে ডিজেল পাম্প। সেখানে মাটির নীচের ট্যাঙ্কারে সাধারণ ডিজেলের সঙ্গে বায়ো ডিজেল মিশিয়ে দেওয়া হবে। কেবল সিটিসি-র বাসেই নয়, শীঘ্রই রাজ্য পরিবহণ দফতর যে তাদের অন্যান্য সংস্থাতেও বায়ো ডিজেল ব্যবহার শুরু করবে তার ইঙ্গিত আগেই দেন পরিবহণ সচিব সুমন্ত্র চৌধুরী।